কলকাতার হাইকোর্টে

ফৌজদারী পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার

<u>আপীল পক্ষ</u>

অধিষ্ঠিত: মাননীয় বিচারপতি উদয় কুমার

সিআরআর নম্বর ২০১৭ সালের ১১৭

সন্তোষ রঞ্জন সাহা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্য

আবেদনকারীর জন্য	: শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি, অ্যাড. ,
	: শ্রী শুভেন্দু খানরা, অ্যাড. ,
রাজ্যের জন্য	: শ্রী বিদ্যুৎ কুমার রায়, অ্যাড. ,
	: শ্রী প্রতীক বোস, অ্যাড.
শুনানি	: ১৩.০৬.২০২৩
রায় দান	: ২১.১২.২০২৩

<u>বিচারপতি উদয় কুমার:</u>

১. ফৌজদারি কার্যধারা হচ্ছে ২০১৬ সালের এ.সি.জি.আর কেস নম্বর ২৮৫৯, যা আই.পি.সি এর ৪২০/৫০৬/৩২৩/৩৪ ধারার অধীনে আনন্দপুর পি.এস কেস নং ১১৮/২০১৬ থেকে উদ্ভূত, এই সংশোধনমূলক আবেদনে চ্যালেঞ্জের বিষয় ০২.০৯.২০১৬ সাল থেকে বিজ্ঞ এ.সি.জি.এম. আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর আদালতে বিচারাধীন।

২. ১৮.০৫.২০১৬ তারিখে আনন্দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে দায়ের করা ও.পি. ২ অরুণ কুমার দে-এর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত ফৌজদারি কার্যধারা শুরু হওয়ায় সংশোধনবাদী সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, এতে অভিযোগ করা হয়েছে যে সংশোধনবাদী

১০.০৪.২০১৬ তারিখে তাকে প্রতারণা, লাঞ্ছিত, গালিগালাজ এবং হুমকি দেয়, যখন তারা কলকাতার ভিআইপি নগরের গৌরাঙ্গ পল্লীতে বসেছিল, ২১শে মার্চ ২০১২ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির অধীনে তাদের মধ্যে অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে। এটি সত্য যে উভয়ই ৬ই জুলাই ২০০৯ থেকে সর্বশ্রী নবরতন ইন্ডাস্ট্রিজ এবং পরিষেবাগুলিতে অংশীদার ছিলেন। উল্লিখিত সম্পর্কের ছদ্মবেশে, সংশোধনবাদী ও.পি.২কে তার কাছে টাকা পাওনা করার জন্য অনুরোধ করেছিল। ২১শে মার্চ ২০১২ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির নির্দিষ্ট শর্ত ও শর্তে এক বছরের জন্য ১৩,৪৬,০০০/- (মাত্র তেরো লাখ চল্লিশ হাজার), কারণ তার নবরতন গার্মেন্ট ব্যবসার জন্য অর্থের প্রবল প্রয়োজন ছিল। তদনুসারে, ও.পি. ২ অর্থ প্রদানের সময়সূচীর অধীনে অর্থ প্রদান করেছে, যা আই.ও দ্বারা জব্দ করা হয়েছে এবং সি.ডি এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩. এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরে, সংশোধনকারী চুক্তির শর্তানুযায়ী ও.পি ২-এ সম্মতিপত্র ফেরত দেননি বরং তিনি এই বিষয়টিকে আরও তিন বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য টেনে নিয়েছিলেন। সংশোধনবাদী আলোচনার বেশ কয়েকবার এড়িয়ে গেছেন। ফলস্বরূপ, ও.পি অবশেষে তাকে ১০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে গৌরাঙ্গ পল্লী, ভিআইপি নগর, কলকাতায় আলোচনার জন্য বসতে বাধ্য করে, যেখানে সে ওপি ২-কে মুষ্টি ও মারধর করে, গালিগালাজ করে, তাকে ভয়ানক পরিণতির হুমকি দেয়। বিরক্তি এই ঘটনাটি ও.পি. ২ কে এখতিয়ারমূলক থানায় এফ.আই.আর দায়ের করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। আই.ও দ্বারা আই.পি.সি এর ধারা ৪২০/৫০৬/৩২৩/৩৪১ এর অধীনে ১২.০৪.২০১৯ তারিখে অভিযুক্ত/সংশোধনকারীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল।

৪. তার পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে তিনি নিম্নলিখিত ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন: -

i. ঘটনার তারিখ থেকে এক মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ওপি ২ থানায় ঘটনাটি জানায়। এফ.আই.আর দায়েরে অব্যক্ত বিলম্ব প্রসিকিউশন মামলার জন্য মারাত্মক কারণ মিথ্যা নিহিতকরণ এবং অলঙ্করণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ii. এফ.আই.আর প্রতারণা এবং অসৎ উদ্দেশ্যের কোনো উপাদান প্রতিফলিত করেনি। আইপিসি-এর ধারা ৪১৫-এ সংজ্ঞায়িত প্রতারণার অপরাধ গঠনের জন্য উভয় উপাদানই প্রয়োজনীয়। নিছক আর্থিক লেনদেনই প্রতারণার জন্য কাউকে দোষী ধরার জন্য যথেষ্ট নয়। একইভাবে, আক্রমণ, অপব্যবহার এবং ভয় দেখানোর উপাদান দেখানোর জন্য সিডিতে কিছুই পাওয়া যায় না।

iii. বিরোধটি সম্পূর্ণরূপে নাগরিক প্রকৃতির এবং ২১শে মার্চ ২০১২ তারিখের চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। পক্ষগুলির মধ্যে যে কোনও সম্ভাব্য বিরোধ দেখা দিলে তা চুক্তি ২০১২-এর ধারা (৯) অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে।

iv. ও.পি. ২-এর অপরাধমূলক আচরণ প্রকাশ করে যে, তিনি এফ.আই.আর-এ রিভিশনিস্টের দ্বারা বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (১) কামরূপ আদালতে ও.পি. ২-এর বিরুদ্ধে চুক্তির শর্তাবলীর বিপরীতে করা কাজের জন্য বিচারাধীন সিভিল স্যুট নম্বর ৩৩৪ অব ২০১৪ এবং বিজ্ঞ জে.এম. কামরূপ আদালতে ও.পি. ২-এর বিরুদ্ধে বিচারাধীন ধারা ৩৮৪, ৫০৬ এবং ৫১১ আইপিসির

অধীনে বিচারাধীন অপরাধমূলক মামলা নম্বর ১৬২২ অব ২০১৫-র বিষয়গুলি গোপন করেছেন, যা গুয়াহাটির জেলা আদালতে বিচারাধীন।

৫. সংশোধনবাদীর জন্য বিজ্ঞ কাউন্সেল, মিঃ মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি যুক্তি দিয়েছিলেন যে অভিযোগগুলি নাগরিক প্রকৃতির কারণ এটি চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘনের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল, যার প্রতিকার দেওয়ানী আদালতের সামনে রাখা হয়েছিল। তিনি রাজেশ বাজাজ বনাম দিল্লির রাজ্য এনসিটি এবং (১৯৯৯) ৩ এসসিসি ২৫৯-এ রিপোর্ট করা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নির্ধারিত অনুপাতের উপর নির্ভর করে তার দাখিলকে শক্তিশালী করেছেন, যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে:

" ৭. আইপিসি-এর ধারা ৪১৫ উদ্ধৃত করার পরে, শিখেছি বিচারকরা নিম্নলিখিত লাইনগুলিতে অপরাধের মূল উপাদানগুলি বিবেচনা করতে শুরু করেছেন:

"প্রতারণার সংজ্ঞাটি একটি সরাসরি পড়া থেকে বোঝা যায় যে এর দুটি উপাদান রয়েছে, যথা, প্রতারণা এবং কিছু করার বা বাদ দেওয়ার অসৎ উদ্দেশ্য ধারা ৪১৫ এর প্রথম অংশের মধ্যে একটি মামলা আনার জন্য, এটি অপরিহার্য, প্রথম স্থানে যে ব্যক্তি সম্পত্তি বিতরণ করে তার প্রতারণা করা উচিত ছিল এবং দ্বিতীয় স্থানে তাকে প্রতারণামূলক বা অসৎভাবে প্রতারিত করা উচিত ছিল। যেখানে প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে সম্পত্তি প্রাপ্ত করা হয়, ধারা ৪১৫ উক্ত আইনটিকে প্রতারণার পরিধির মধ্যে আনবে তবে প্রতারণার মাধ্যমে সম্পত্তি প্রাপ্ত করা হবে।"

১০. এটি হতে পারে যে বর্তমান অভিযোগে বর্ণিত তথ্যগুলি বাণিজ্যিক লেনদেন বা অর্থ লেনদেনও প্রকাশ করবে৷ কিন্তু এই ধরনের লেনদেন থেকে প্রতারণার অপরাধ এড়াতে পারে বলে মনে করার জন্য এটি খুব কমই একটি কারণ। প্রকৃতপক্ষে, বাণিজ্যিক এবং অর্থ লেনদেনের সময় অনেক প্রতারণা করা হয়েছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪১৫ এর অধীনে একটি উদাহরণ [ইলাস্ট্রেশন চ] এখন লক্ষ্য করার যোগ্য:

"(চ) এ ইচ্ছাকৃতভাবে জেড কে এই বিশ্বাসে প্রতারণা করে যে এ মানে জেড তাকে ধার দিতে পারে এমন কোনো অর্থ ফেরত দেওয়া এবং এর ফলে জেড কে অসৎভাবে তাকে টাকা ধার দিতে প্ররোচিত করে , এ এটি পরিশোধ করতে চায় না। এ প্রতারণা করে।"

তার দাখিলের দ্বিতীয় ধাপটি হল যে দেওয়ানী প্রকৃতির বিশুদ্ধ চুক্তি সংক্রান্ত বিরোধ এবং প্রতারণার অপরাধের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে কারণ শুধুমাত্র চুক্তি লঙ্ঘন, একটি ফৌজদারি কার্যধারার সূচনার পথে আসবে না। যে কোনও ক্ষেত্রে এই বিরোধটি নাগরিক প্রকৃতির ছিল কারণ এটি সংশোধনকারীর অনুরোধে ২০১২ সালে চুক্তির অধীনে চুক্তির বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের গুরুতর লঙ্ঘনের পরেই শুরু হয়েছিল৷ উল্লিখিত চুক্তির ধারা (৯) সম্ভাব্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় প্রদান করেছে যদি এটি পক্ষের মধ্যে উদ্ভূত হয়। তা সত্ত্বেও, তার বিরুদ্ধে এই ফৌজদারি মামলা শুরু হয়েছিল, যা দৃশ্যত মিথ্যা হবে না। চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের কারণে প্রতারণা এবং বিরোধের অপরাধ দুটি ভিন্ন জিনিস। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ করেছে ভি. ওয়াই. জস এবং আরেকটি বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকটি রিপোর্ট করেছে (২০০৯) ৩ এসসিসি ৭৮, যা এখানে প্রকাশ করা হয়েছে:

" ২১. একটি দেওয়ানী প্রকৃতির বিশুদ্ধ চুক্তি সংক্রান্ত বিরোধ এবং প্রতারণার অপরাধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে৷ যদিও চুক্তির লঙ্ঘন একটি ফৌজদারি কার্যধারার সূচনার পথে আসবে না, তবে এর অনুপস্থিতিতে যে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না৷ অভিযোগের আবেদনে যে বিভ্রান্তিগুলি তৈরি করা হয়েছে যেখান থেকে অপরাধের উপাদানগুলি খুঁজে পাওয়া যায়, আদালতের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়৷

২২. আমরা পুনর্ব্যক্ত করতে পারি যে দণ্ডবিধির ধারা ৪১৫-এ সংজ্ঞায়িত প্রতারণার উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল চুক্তি গঠনের প্রথম থেকেই প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি বা এর অস্তিত্বের একটি (প্রতারণামূলক বা অসৎ) উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব।

২৩. ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারা আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এটি একটি লোভনীয় উদ্দেশ্য যেমন পরিবেশন করে। কোনো ব্যক্তিকে বহু বছর ধরে মামলার হয়রানির শিকার হতে হবে না যদিও তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি।

২৪. এটা এক কথা বলতে যে একটি মামলার বিচার প্রয়োজন এবং সেই কারণে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করা উচিত নয়, কিন্তু এটা আরেক কথা বলতে যে একজন ব্যক্তির ফৌজদারি বিচারের সম্মুখীন হওয়া উচিত, যদিও কোনো মামলা আদৌ প্রমাণিত হয়নি।

৬. তিনি আরও জমা দিয়েছেন যে এফ.আই.আর একাধিক পরে দায়ের করা হয়েছিল ঘটনার কথিত তারিখ থেকে মাস, যা এর সত্যতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ উত্থাপন করেছিল, কারণ অলঙ্করণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষ করে যখন তিনি তার লিখিত অভিযোগে বলেছিলেন যে তিনি ২০১০ সালে সংশোধনবাদী/পিটিশনারের সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, যেখানে ০৬.০৯.২০০৯ তারিখে আবেদনকারীর সাথে অংশীদারিত্বের দলিল সম্পাদনের প্রমাণ ছিল।

৭. তিনি আরও দাখিল করেছেন যে কলকাতার ফৌজদারি আদালতের এই ফৌজদারি কার্যধারাটি উপভোগ করার কোনো এখতিয়ার নেই। তিনি প্রীতি গুপ্তা এবং অন্য বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ক্ষেত্রে (২০১০) ৭ এসসিসি ৬৬৭-এ অন্য একটি রিপোর্ট করেছেন।

" ১৪. এই আদালত বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ৪৮২ সিআর.পি.সি ধারার অধীনে আদালতের ক্ষমতার সুযোগ এবং পরিধি নির্ধারণ করেছে প্রতিটি হাইকোর্টের প্রকৃত এবং সারগর্ভ ন্যায়বিচার

করার জন্য; আইনী বিচার করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে, যার একমাত্র প্রশাসনের জন্য এটি বিদ্যমান। , অথবা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে ধারা ৪৮২ সিআর.পি.সি এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে:

(i) কোডের অধীনে একটি আদেশ কার্যকর করা;

(ii) আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা; এবং

(iii) অন্যথায় ন্যায়বিচারের প্রান্ত সুরক্ষিত করা।

১৮. কোডের ধারা ৪৮২ এর অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতাগুলি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং ক্ষমতার অঢেলতার জন্য এর প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন৷ আদালতকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত সঠিক নীতির ভিত্তিতে হয়। একটি বৈধ প্রসিকিউশনকে স্তব্ধ করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয় কিন্তু ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য আদালতের ক্ষমতা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হওয়াও গুরুতর অবিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

১৯. হাইকোর্টের সাধারণত এমন একটি মামলায় প্রাথমিক সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত যেখানে সমস্ত তথ্য অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট; আরও তাই, যখন প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় না এবং আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং এর সাথে জড়িত বিষয়গুলি, বাস্তব বা আইনী যাই হোক না কেন, এত মাত্রার হয় যে পর্যাপ্ত উপাদান ছাড়া তাদের প্রকৃত দৃষ্টিকোণে দেখা যায় না। অবশ্যই, হাইকোর্ট যে কোনো পর্যায়ে বিচার বাতিল করার জন্য তার অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করবে এমন মামলার ক্ষেত্রে কোনো কঠিন ও দ্রুত নিয়ম নির্ধারণ করা যাবে না।

২০. এই আদালতে বিপুল সংখ্যক মামলার আইনি অবস্থান পরীক্ষা করার সুযোগ ছিল। আরপি কাপুর বনাম। পাঞ্জাব রাজ্য (এআইআর ১৯৬০ এসসি ৮৬৬ : ১৯৬০ সিআরআই এলজে ১২৩৯) এই আদালত মামলার কয়েকটি বিভাগের সংক্ষিপ্তসার করেছে যেখানে

কার্যধারা বাতিল করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং করা উচিত:

(i) যেখানে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি আইনি বাধা রয়েছে বা কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে;

(ii) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে অভিযোগগুলি বা অভিযোগগুলি তাদের অভিহিত মূল্যে নেওয়া এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়েছে অভিযুক্ত অপরাধ গঠন করে না;

(iii) যেখানে অভিযোগগুলি একটি অপরাধ গঠন করে, কিন্তু সেখানে কোন আইনি প্রমাণ যোগ করা হয় না বা যোগ করা প্রমাণ স্পষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। "

তাই, তিনি সিআর.পি.সি. এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, কারণ এটি ১৮ মে ২০১৬-এ দায়ের করা অরুণ কুমার দে-এর ত্রুটিপূর্ণ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল, যা আনন্দপুর থানার আই/সি-এর সামনে। ২০১৬ সালের আনন্দপুর পুলিশ মামলা নং ১১৮ আইপিসির ৪২০, ৫০৬, ৩৪৩, ৩৪১ এবং ৩৪ ধারার অধীনে ১৮ মে, ২০১৬ তারিখে শুরু হয়েছিল। এটি অভিযুক্ত অপরাধের কমিশন প্রকাশ করে না তবে ও.পি.২ আপীলকারীকে হয়রানির উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ানী প্রকৃতির বিরোধকে ফৌজদারি রঙ দেওয়ার চেষ্টা করেছে৷

৮. বিপরীতে, রাজ্য ওপি ১-এর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি শ্রী বিদ্যুৎ কুমার রায়, জমা দিয়েছেন যে এই ফৌজদারি কার্যধারার অংশীদারি ব্যবসায়ের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, তবে অরুণ কুমার দে-এর সাথে প্রতারণা, হামলা, সংশোধনবাদীকে ভয় দেখানোর সাথে সরাসরি সংযোগ রয়েছে। তদন্তের পর, আইপিসির ধারা ৪২০, ৩২৩, ৫০৬ এবং ৩৪ এর অধীনে একটি চার্জশিট তদন্তকারী অফিসার (আই.ও) দ্বারা সংশোধনবাদী সঞ্জয় রঞ্জা সাহার বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়। তিনি আরও যোগ করেন যে রিভিশনকারী শুরু থেকেই

প্রতারণার উদ্দেশ্যে ও.পি.২-কে ২০১২ সালের চুক্তির অধীনে তার নবরত্ন গার্মেন্ট ব্যবসায় ১৩,৪০০০০ টাকা ঋণ দিতে প্ররোচিত করেছিলেন, এবং সেই টাকা ফেরত দেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। সংশোধনবাদীর এই ধরনের কাজ অবশ্যই প্রতারণার অপরাধ গঠনের জন্য প্রলোভন এবং অসৎ উদ্দেশ্যের উপাদান রয়েছে। যে কোনো ক্ষেত্রে, চুক্তির অধীনে আর্থিক লেনদেন সংশোধনবাদী দ্বারা স্বীকার করা হয়। ২০১২ সালের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ ফেরত দিতে তার ব্যর্থতা, ও.পি.২ অরুণ কুমার দেকে এফ.আই.আর দায়ের করতে প্ররোচিত করেছিল। অংশীদারিত্বের দলিলের অস্তিত্ব একজন অংশীদারকে তার অপরাধমূলক কাজের জন্য অন্য অংশীদারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আনতে নিষেধ করতে পারে না। কোনো চুক্তিই কাউকে ফৌজদারি কার্যধারা থেকে রক্ষা করতে পারে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদালতের এখতিয়ার কেড়ে নিতে পারে না।

৯. বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে উদ্দেশ্যটি শুরু থেকেই প্রতারণা করা ছিল কিনা তা একটি সত্য প্রশ্ন এবং পুরো প্রমাণের প্রশংসা করার পরেই কেবল বিচারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তাই তিনি এই রিভিশন আবেদন খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেন।

১০ তিনি আরও বলেন যে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে এক মাসের বেশি বিলম্ব এই ক্ষেত্রে মারাত্মক ছিল না, যেহেতু প্রতারণার অপরাধ একটি অব্যাহত অপরাধ, তাই বিলম্বের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

১১ এই পুনর্বিবেচনার প্রধান প্রশ্ন যা বিবেচনার জন্য পড়ে তা হল ২০১৬ সালের এ.সি.জি.আর

কেস নং ২৮৫৯-এর অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধি আদালতের সামনে বাতিল হওয়ার যোগ্য কিনা?

১২. এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি সিআর.পি.সি এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে করা হয়েছে, প্রধানত দেওয়ানি প্রকৃতির বিরোধের জন্য কোন ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করা হবে না এই ভিত্তিতে অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য।

১৩. সিআর.পি.সি এর ধারা ৪৮২ ন্যায়বিচারের সঠিক প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব এবং সারগর্ভ ন্যায়বিচার করতে, বা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের প্রান্তগুলি সুরক্ষিত করার জন্য হাইকোর্টকে তার অসাধারণ অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়।

১৪. এটি লক্ষণীয় যে এই আবেদনটি অভিযুক্তরা বাতিল করার জন্য পছন্দ করেছিলেন যখন তদন্ত শেষ হওয়ার পরে আদালতে দাখিল করা পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক উক্ত ফৌজদারি কার্যধারার স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছিল।

১৫. এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে সংশোধনবাদী এবং ও.পি.২ সর্বশ্রী নবরতন ইন্ডাস্ট্রিজ এবং পরিষেবাগুলিতে অংশীদার ছিল, যা ৬ই জুলাই, ২০০৯-এ সম্পাদিত অংশীদারিত্বের চুক্তির অধীনে গঠিত হয়েছিল। উল্লিখিত পূর্ব পরিচিতির মধ্যে থেকে, সংশোধনকারী ও.পি. ২ কে কিছু শর্তে এবং ২১শে মার্চ ২০১২ তারিখের চুক্তির শর্তে এক বছরের জন্য ১৩,৪৬,০০০/- টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য প্ররোচিত করেছিল। ও.পি. ২ উক্ত চুক্তির উপর কাজ করেছে। তিনি তার সংশোধনবাদীর নবরতন গার্মেন্ট ব্যবসার আর্থিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য 'পেমেন্টের রসিদের সময়সূচী'-এর অধীনে অর্থ প্রদান করেছিলেন।

বিরোধ দেখা দেয় যখন সংশোধনবাদী শুধুমাত্র ও.পি.২-কে টাকা ফেরত দিতে এড়াতে শুরু করেননি, কিন্তু অর্থ উদ্ধারের জন্য নেওয়া তার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দেন। শেষ বৈঠকে সংশোধনবাদী হতাশা ও ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে ১০ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে কলকাতার ভিআইপি নগরের গৌরাঙ্গ পল্লীতে অনুষ্ঠিত ও.পি. ২-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি শক্তি প্রয়োগ করেছিল।

১৬. এটা সত্য যে প্রতারণার উপাদান না থাকলে অর্থ পরিশোধে অক্ষমতা আপত্তিকর হবে না যেমন, প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্য লেনদেনের শুরুতে দেখানো না হয়, কারণ মেনস রিয়া হল অপরাধের মূল কারণ৷ এমনকি যদি অভিযোগের সমস্ত তথ্য এবং মামলার উপাদানগুলি তাদের অভিহিত মূল্যের ভিত্তিতে নেওয়া হয়, তবে এই জাতীয় কোনও অসৎ উপস্থাপনা বা প্ররোচনা পাওয়া যাবে না বা শুধুমাত্র এর অভিহিত মূল্যের উপর অনুমান করা যাবে না কারণ এটি একটি বিচারযোগ্য সত্য এবং বিচারে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার লেনদেন শুরু হওয়ার পর থেকে সংশোধনবাদীর পক্ষ থেকে কোনো প্রতারণামূলক প্রলোভন এবং মন্দ কারণ ছিল কি না।

১৭. **জ্ঞান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্যে ২০১২ সালে** রিপোর্ট করা হয়েছে **১০ HCC ৩০৩**, এটা মনে করা হয় যে চুক্তির বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘনের মতো নাগরিক বিরোধকে অপরাধী করা উচিত নয় যদি না যে লঙ্ঘনগুলি প্রতারণামূলক বা প্রতারণামূলক প্রলোভনের সাথে থাকে, যার ফলে আইপিসি এর ৪১৫ ধারার অধীনে অনৈচ্ছিক স্থানান্তর হয়। কিন্তু এই সত্যটিও সঠিক নির্ণয়ের জন্য বিচার প্রয়োজন। অভিযোগকারী ও.পি. ২ এর অনুপস্থিতিতে এই ধরনের সত্যতা নির্ধারণ করা যাবে না, যিনি শুধুমাত্র এই তথ্যের উপর আলোকপাত করতে পারেন যে এই লেনদেনটি ও.পি.২ দ্বারা স্বেচ্ছায় করা হয়েছিল কিনা। ফৌজদারি কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমি মনে করি বিচারযোগ্য

বিষয়গুলো ট্রায়াল কোর্টের সাক্ষীদের সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করে যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা উচিত।

১৮. অনুরূপভাবে, হামলা, গালিগালাজ এবং হুমকির অন্যান্য অভিযোগ এবং এফআইআর দায়েরের বিলম্ব, বিচার আদালতের এখতিয়ারের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলিও মাননীয় বিচার আদালত দ্বারা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ বিচার আদালত আদালতে পক্ষগুলির দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এই ধরনের বিষয়গুলি নির্ধারণ করবে এবং অভিযুক্ত সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ পাবে। অন্যান্য বিষয়গুলিও বিচারযোগ্য প্রকৃতির, যা প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার আদালত দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

১৯. ফৌজদারি কার্যধারা বাতিলের দিকটিতে আসা, এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এই জাতীয় অনুশীলন করা দরকার। এটা ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে কোনও ফৌজদারি কার্যধারার প্রাক-বিচারের পর্যায় হিসাবে স্বীকৃতি নেওয়া, আদালত প্রমাণের গুণমান বা পরিমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ বাতিলের সিদ্ধান্তের ভিত্তি করতে পারে না বরং তদন্তটি প্রাথমিক দৃষ্টি পরীক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। (**বিহার রাজ্য বনাম রমেশ সিং ১৯৭৭ সিআরআই এলজে ১৬০৬** এ রিপোর্ট করেছে)

২০. মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় উল্লেখ করেছেন যে হাইকোর্ট, ৪৮২ ধারা সিআর.পি.সি অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় এবং / অথবা ৪৮২ ধারা সিআর.পিসি অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, সীমিত এখতিয়ার রয়েছে এবং কেবলমাত্র বিবেচনা করতে হয় যে 'কোনও পর্যাপ্ত উপাদান পাওয়া যাচ্ছে কিনা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

২১. যেকোন ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা একটি চুক্তি বা আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী মামলার ফলে উদ্ভূত

বিরোধের দেওয়ানী প্রকৃতির নামে স্থগিত করা যাবে না। এই বিষয়ে মাননীয় এস.সি এর পর্যবেক্ষণ এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। ২০০৭ সালের ০২.০৩.২০০৭ তারিখে রশিদা কামুলুদ্দিন সৈয়দ বনাম শেখ সাহেবলাল মারদান [আপিল (সিআরএল) ২৮৩] এ দেখা গেছে যে "অভিযোগকারীর দ্বারা একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বিচারাধীন রয়েছে তাও আমাদের প্রভাবিত করেনি। যদি একটি দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন থাকে, একটি উপযুক্ত আদেশ উপযুক্ত আদালত দ্বারা পাস করা হবে৷ তবে এর অর্থ এই নয় যে অভিযুক্তরা কোনো অপরাধ করলে ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার বর্জন করা হবে। উভয় কার্যধারাই পৃথক, স্বাধীন এবং একটি অপরটিকে হারাতে বা হারাতে পারে না। "

২২. অতএব, আমি রেকর্ডে এমন কিছু পাইনি যা দেখাতে পারে যে এই ফৌজদারি কার্যধারায় আদালতের প্রক্রিয়া কখনও অপব্যবহার হয়েছে বা বিচার আদালত দ্বারা এই প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে শেষ হলে সংশোধনবাদীর কাছে ন্যায়বিচার অস্বীকার করা হবে। আমি উল্লিখিত এফ.আই.আর-এর উপর শুরু করা এই ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার কিছু খুঁজে পাই না। ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা এই মামলাটি যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া ন্যায়সঙ্গত এবং সঠিক হবে। ট্রায়াল কোর্ট আইন অনুযায়ী বিচার শেষ করতে এগিয়ে যাক। আমি স্পষ্ট করছি যে এই আদালতের কোনো পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্টের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না।

২৩. এটি নিষ্পত্তিকৃত আইন যে ও.পি. ২-এর মৃত্যু ফৌজদারি বিচারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না কারণ অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।

২৪. এই সংশোধনী আবেদনের প্রদত্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে সংশোধনবাদী দ্বারা উল্লেখিত মামলাগুলিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুপাত প্রযোজ্য নয়

২৫. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, মুলতুবি থাকা অপরাধমূলক কার্যধারা কোনো ত্রুটির কারণে ভুগছে না, তাই এই আবেদনে সংশোধনবাদী দ্বারা প্রার্থনা করা অনুসারে এটি বাতিল করা যাবে না।

২৬. তদনুসারে, ২০১৭ সালের সিআরআর ১১৭ হওয়া ফৌজদারি সংশোধনী আবেদনের সাথে, যদি থাকে সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

২৭. অন্তর্বর্তী আদেশ, যদি থাকে, অকার্যকর হয়ে যায়।

২৮. বিজ্ঞ এ.সি.জে.এম আলিপুর আইন অনুযায়ী মামলাটি এগোবে। তাকে মুলতুবি কাজটি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৯. দলগুলি, প্রয়োজনে আদেশের জরুরী প্রত্যয়িত অনুলিপিতে এগিয়ে যেতে পারে।

(বিচারপতি উদয় কুমার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।